সিনেমার খবর

ভূতে বিশ্বাস করেন- ?

এস.গাঙ্গুলী ঃ ভূতের জিনিসপত্র চুরি হলে ভূত কোথায় নালিশ করবে? ভূত যদি ভূতকে বলে জানিস আমরাও ভূত তোদের অনেক দিন আগের। আরে ভূতের লড়াই। এস.এন.পি অ্যাক্টিং ওয়ার্ল্ড এবং কে.সে ফিল্মসের উপহার অন্য স্বাদের বাংলা ছবি ''ভূতে বিশ্বাস করেন-? গল্প ও চিত্রনাট্য শুভাঞ্জন রায়, ডায়রেক্টর অসিতাভ বরাট ও শুভাঞ্জন রায়। এডিট-অজিশ্রভ বরাট। ফোটোগ্রফি ডায়রেক্টর কৃষ্ণেন্দু রায়, প্রোডিউসার পি.কে রায় ও সিদ্ধার্থ সে, মিউজিক ডায়রেক্টর প্রসেনজিৎ ও ঋষি চ্যাটার্জী। গান গেয়েছেন জেনিভা রায় ও রেশমি পোদ্দার, মিউজিক পার্টনার কৃষ্ণ মিউজিক । ১ঘন্টা ৫৫মিনিটের এই ছবিতে কলকাতা বর্ধমান ও দার্জিলিং নানা দৃশ্য সহ ভৌতিক চারটি গল্প দেখবেন। যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টানটান করে রাখবে দর্শকদের। পরিচালক বললেন এই ছবিতে মানুষ ও ভূতের মুখে কোন গান নেই। মূল গল্প হল - লেখক প্রবাল ব্যানার্জীর বাড়িতে গভীর রাতে এক সুবেশা তরুণী আসে এবং তারা গাড়ি খারাপের জন্য আশ্রয় চায়। লেখকের সঙ্গে আলাপচারিতায় তরুণী লেখককে সামাজিক সিনেমার সঙ্গে ভূতের সিনেমা তৈরি করার কথা বলেন। লেখক বলেন যদি সত্যি ভয় পাওয়া গল্প কোনদিন পাই তাহলে অবশ্য-ই। ঐ তরুণী ঐ রাত্রে ৩টি ভূতের গল্প বলে কিন্তু লেখকের মধ্যে কোন ভয়ের লেশ মাত্র দেখতে পায় না। এমন সময় আবার কলিং বেলের আওয়াজে লেখক দরজা খোলে, দরজা খুলে দেখে ঐ গল্প বলা তরুণী দরজার বাইরে। এখান থেকেই ছবির রোমাঞ্চ, লেখকের কি হবে- ? লেখক কি অজ্ঞান হয়ে যাবে- ? ঐ তরুণী আসলে কে- ? অর্থাৎ আতঙ্ক কি ভূত ? ছবির মধ্যে কি প্রমাণ করতে চাইছেন পরিচালক? ১৯ অক্টোবর বারাসতের এক বাংলোর দেবাশীষ গাঙ্গুলী, কল্যাণ চ্যাটার্জী, কান্তি দাস, রাজ মজুমদার, পল্লব কুমার রায়, সাথী মজুমদার, সিদ্ধার্থ সে, অনির্বাণ দাস, প্রসেনজিৎ, প্রিয়াঙ্কা শর্মিলা, আকাশ সহ এক ঝাঁক নতুন মুখের উপস্থিতিতে ছবির শুটিং শুরু হল। পরিচালক বললেন ২৫ ডিসেম্বর বাংলা ছবির দর্শকদের জন্য উপহার - 'ভূতে বিশ্বাস করেন-?'

না মানুষের গল্প

জনরবঃ ৮নভেম্বর কাসিকাপুরের মালা সামন্ত বাড়িতে সুরজিৎ পাছালের প্রযোজনায় রূপক চক্রবর্ত্তীর কাহিনী, চিত্রনাট্য সংলাপ, অলোক বেরা নিবেদিত জে এম টি এন্টারমেন্টের নিবেদন ''না মানুষের গল্প'' এক ভিন্ন স্বাদের টানটান রোমাঞ্চকর সামাজিক ছবির শুভ মহরৎ হয়ে গেল। শুটিং পর্ব থেকে সৌমিত্র চাটার্জীর সংলাপ ভেসে এল আমি তোমাকে ঘেন্না করলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতাম না। অরুণ ব্যানার্জী, সুপ্রিয় দত্ত, শুভঙ্কর কুন্ডু। বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী, রূপম সিনহা, দিশা মন্ডল, সেখ জাকির হুশেন, সায়ন্তন ঘোষ, সোলাঙ্কি, আদ্রিজা, শ্রেয়া, অনির্বাণ রাজু মজুমদার, তুহিনা, আর্য চক্রবর্ত্তী ছাড়াও আরব ও পারিজাত চক্রবর্ত্তী অভিনয় করেছেন। ছবির ডায়রেক্টর পি সুরজিৎ মূল গল্প সম্পর্কে জানালেন না মানুষ কারা- ? তাদের কে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনির্বাণ দীঘার সমুদ্র সৈকতে দেখে একটি ছেলেকে তিনজন মদ্যপ অবস্থায় প্রহার করেছে। অনির্বাণ আহত ছেলেটাকে বাঁচায় তার নাম কমল, তাকে পুরুষের মত দেখতে হলে ও সে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। কমল ও অনির্বাণের বন্ধুত্ব হয় এবং কমল তার জীবনের নানা দুঃখের কথা বলে। কমল আর্থিক সাবলম্বী একজন নৃত্য শিল্পী হলেও সমাজ সংসারে তার কোন পরিচয় দেওয়া হয় না। এমন কি কমলের দিদির স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করার সময় পাশের বাড়ির ভাই এর মত বলে। কমল এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে দীঘায় আত্মহত্যা করার জন্য এসেছিল। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় অনির্বাণ কমল কে জানায় সে.....? তার বিবাহ ভেঙ্গে গেছে-? এখান থেকেই হাজার প্রশ্ন কমল ও অনির্বাণের সঙ্গে কি অন্য সম্পর্ক তৈরি হবে-? অনির্বাণ আসলে কে-? অনির্বাণ আর কমল কি নতুন ইতিহাস তৈরি করবে। অনির্বাণের হবু স্ত্রী কি ফিরে আসবে-? না প্রযোজক বললেন এবার পর্দায় দেখবেন। ছবিতে চারটি গান আছে। ১৪২৪ সালে নববর্ষের উপহার দেবেন সিনেমা প্রেমি মানুষদেরকে।

The inspirational Journey of Jillian Haslam

Jonorob : Born to British parents who were unable to leave India after Independence, Jillian Haslam grew up in shockingly cruel circumstances. As the fifth of 12 siblings, several of who died of malnutrition, she lived with her family in a slum in Kidderpore and off charity until she managed to leave the city at the age of 17 for Delhi. After working in Delhi for a few years, Haslam got selected by Bank of America, where her projects for corporate charity earned her accolades and eventually she migrated to England on her mother's British ancestry, where she now lives with her husband. Jillian is a Trustee on the board of Remedia Trust. Remedia is a non-profit organization in India that seeks to provide support for, and the betterment of, people. Remedia's operations have expanded to reach out to the children, the aged, the youth, the disabled, the terminally ill and women in need.